ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বারবার চেষ্টা করেও ভিকির কাছে যে বিষয়ে ব্যর্থ ক্যাটরিনা

পৃঃ ৫

'ব্যর্থ' নেইমার! আল-হিলাল শিবিরে হতাশা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৬৩ ● কলকাতা ● ০৬ আশ্বিন, ১৪৩০ ● রবিবার ● ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ইসকন মন্দিরে ভক্তদের ঢল

নেমেছিল শনিবার ভিড়ে ভিড়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মায়াপুর ইসকন মন্দিরে মহা ধুমধামের মধ্য দিয়ে পালিত হল রাধা অষ্টমী। প্রত্যেক বছরই রাধারানির আবির্ভাব দিবস হিসেবে এই দিনটি পালন করা হয়। সেই কারণেই প্রতিবছর ইসকন মন্দিরে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এই বিশেষ দিনেই। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখ লাখ ভক্তরা রাধা অষ্টমী পালন করার জন্য নবদ্বীপের শ্রীধাম মায়াপুর ইসকন মন্দিরে উপস্থিত হন। চোখে পড়ার মতন ভিড় দেখা গেছে এবছরেও। তবে রাধা কৃষ্ণর যুগলে ছয় লক্ষ টাকার পোশাক পড়ানো হয় এই দিনে। পাঁচ লক্ষ টাকার ফুল দিয়ে সাজানো হয় মন্দিরের ভিতরে। রমেশ মহারাজ জানিয়েছেন যে রাধা অষ্টমী অনেকেই জানে না তবে ভক্তদের ঢল প্রতিবছরই থাকেই। ভক্তরা রাধা অষ্টমীর পালনের আগের দিন তার আগের দিনেও ইসকন মন্দিরেই এসে অপেক্ষা করেন, রাধাঅষ্টমী পালন করার জন্য। মায়াপুর ইসকনে কি নেই চোখে পড়ার মতন ইস্কন পরিচালিত বহু মন্দির । এদিকে শনিবার ভোর থেকেই মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে রাধা অষ্টমীর কর্মসূচি শুরু হয়।মঙ্গল আরতি শেষে দেশ-বিদেশের ভক্তদের সামনে বিভিন্ন ভাষায় ভাগবত পাঠ করা হয়।

গ্রামে গ্রামে উঠবে উন্নয়নের ঝড়,

৮৩ কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রের এক কিস্তি অর্থ বা বরাদ্দ পেল রাজ্য। নবান্ন সূত্রে খবর পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য এই টাকা পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে।সূত্রের খবর, আপাতত এই ৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। খুব শীঘ্রই আরও ১২০ কোটি টাকা এই খাতে দেবে কেন্দ্র। লোকসভা নির্বাচনের আগে পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে পাহাড়ে গ্রামীন এলাকার উন্নয়নের এই অর্থ বরাদ্দ অনেকটাই উপযোগী হবে বলে মত রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের। যদিও রাজ্যের তরফে অভিযোগ কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্পে রাজ্যকে টাকা বন্ধ করে রাখা হয়েছে।১০০ দিনের গ্রামীণ প্রকল্প থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, একের পর এক প্রকল্পে কেন্দ্র বঞ্চনা করছে বলে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আগামী ২ অক্টোবর শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও দিল্লিতে তা নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হবে। উপস্থিত থাকবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আওতায় থাকা দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রক এই অর্থ বরাদ্দ করেছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। দুই জেলার জন্য মোট ৮৩ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত এই যে অর্থ বরাদ্দ করা

এরপর ৩ পাতায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে

'বাংলার মাটি, বাংলার জল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুবাইয়ে 'বাংলার মাটি'। প্রথমবার সরকারি অনুষ্ঠানে গাওয়া হল বাংলার রাজ্য সংগীত। 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'কে রাজ্য সংগীত হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিধানসভায়। তবে সেই গানকেই রাজ্য সংগীত হিসাবে পরিবেশিত হল দুবাইয়ে প্রবাসীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঞ্চালক সবাইকে একসঙ্গে গানটি গাওয়ার কথা বললেন।প্রবাসী বাঙালিদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে খোশমেজাজে দেখা গেল মমতাকে। বাংলা এবং আরবির সংমিশ্রণে 'যদি তোর ডাক শুনে' গান শুনে মুগ্ধ মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এত দিন বিমান বদলের জন্য দুবাই আসতাম। এবার এসে খুব ভালো লাগছে। আমি আবার আসব।' বাংলা ভাষায় আলাপচারিতা করেন মমতা। একের পর এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। মমতার মুখে শোনা যায় মঞ্চ থেকে ইউনেস্কো স্বীকৃত বাংলার দুর্গাপুজোর প্রসঙ্গ। প্রবাসী বাঙালিদের বাংলার দুর্গোতসব দেখতে আসার আহ্বানও জানান তিনি। মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান মুখ্যমন্ত্রীকেও। সবাই উঠে দাঁড়ান। গলা মেলান মুখ্যমন্ত্রীও। এরপর সমবেতকণ্ঠে গাওয়া হয়

এরপর ৩ পাতায়

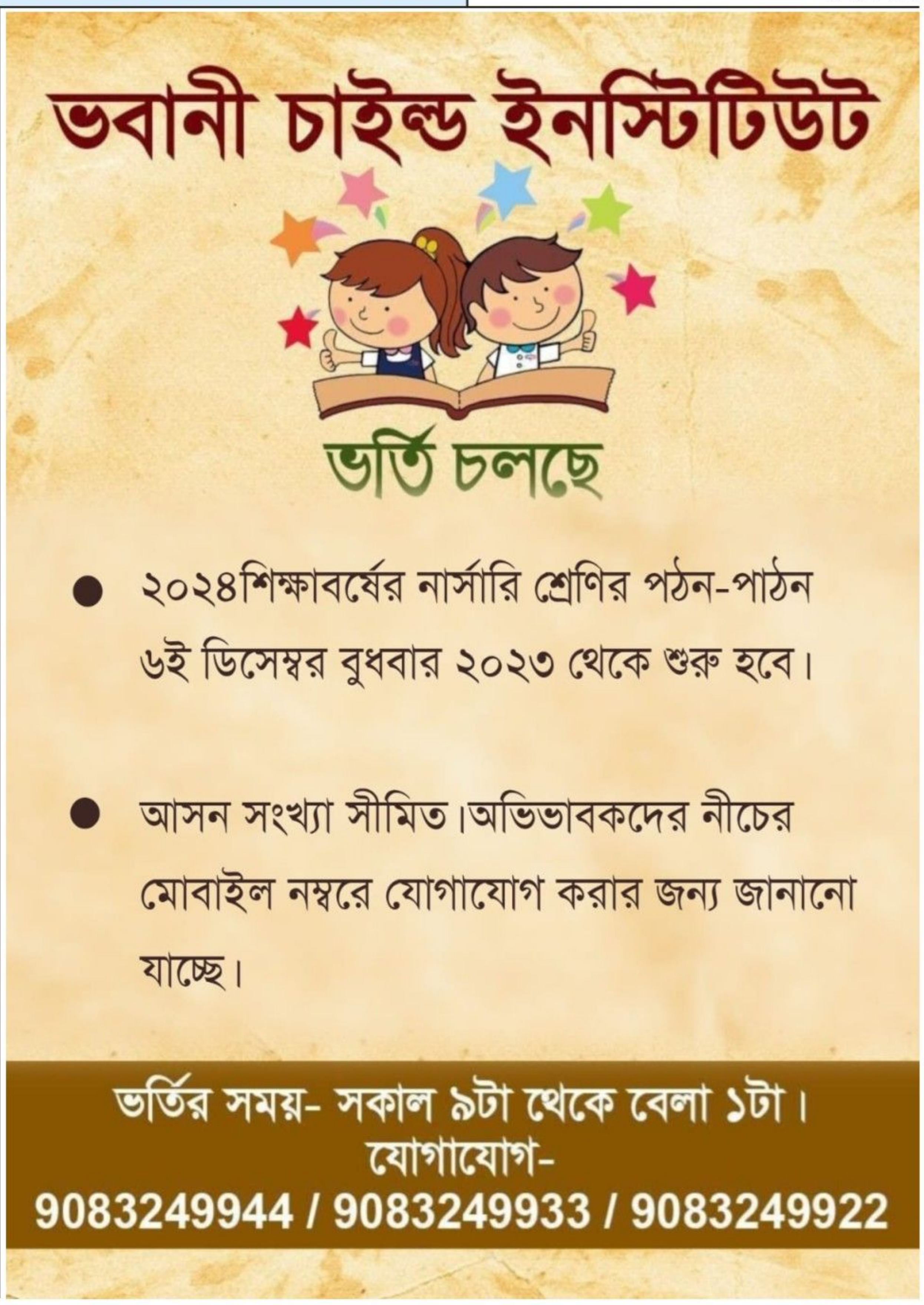

শনিবার ডেঙ্গি নিয়ে

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফিরহাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্গাপুজো বাঙালির দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। ইতিমধ্যে পুজোর কেনাকাটাও শুরু করে দিয়েছেন অনেকে। শুরু হয়ে গিয়েছে রাস্তায় মণ্ডপের বাঁশ পোতা, হোর্ডিং লাগানো। সবমিলিয়ে পুজো নিয়ে উন্মাদনা এবং ব্যস্ততা, দুই-ই তুঙ্গে। কিন্তু দেবীপক্ষ পড়ার অনেক আগে থেকেই এই রাজ্যে চোখ রাঙাচ্ছে আর এক অসুর- ডেঙ্গি ।উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গি পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। গত ৭ দিনে নতুন করে ৭ হাজার ৬৭০ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। সরকারি মতে রাজ্যে এবছর এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গিতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে বেসরকারি মতে সেই সংখ্যা ৪০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এরমধ্যে সবথেকে খারাপ ডেঙ্গি পরিস্থিতি উত্তর ২৪ পরগনায়। শুধু সেখানেই ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৮ হাজার ৫৩৫ জন। এর পাশাপাশি কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলিতেও হু হু করে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। প্রশাসনের তরফে এইমুহূর্তে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।ইতিমধ্যে এবছর বাংলায় অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন এই ডেঙ্গিতে। পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে হাসপাতালেও ভর্তি রয়েছেন বহু রোগী। এভাবে চলতে থাকলে বাংলায় ডেঙ্গি নিয়ে মহামারিও ছড়াতে পারে। তাহলে কী হবে রাজ্যের ভবিষ্যত? এই নিয়ে শনিবার মুখ খুললেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

শনিবার ডেঙ্গি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফিরহাদ বলেন, 'আমরা যতটা সম্ভব প্রস্তুতি নিচ্ছি। অন্যান্য শহরের তুলনায় এখনও কলকাতায় ডেঙ্গি অনেক কম। সেটা যাতে কমই থাকে, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।' এখানেই না থেমে কলকাতার মেয়র আরও বলেন, 'মানুষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাতায়াতের কারণেই ডেঙ্গি ছড়িয়ে পড়ছে। কারণ কোথায় মশা কামড়াচ্ছে, তা ঠাউর করা যাচ্ছে না। আমরা ডেঙ্গি নিয়ে প্রচারের মাত্রা আরও বাড়াচ্ছি। মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চলছে। তার সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এলাকা পরিষ্কার রাখা। পুরসভার তরফে ইতিমধ্যে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে এই কাজগুলো করা হচ্ছে। ডেঙ্গি ধরা পড়লে তাঁর চিকিতসার সুবন্দোবস্তও করছে প্রশাসন।'

কাজের সুযোগ দিচ্ছে মতস্য দপ্তর,

আবেদন করুন শিগগিরই

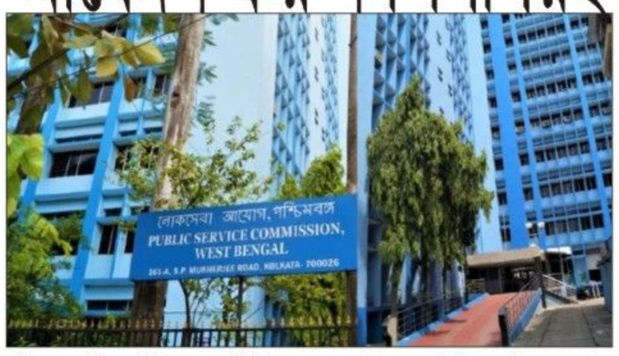

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ডব্লিউবিপিএসসি) বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের কর্মী নিয়োগের দায়িত্বে থাকে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে বিগত কয়েকদিন ধরে বেশ কিছু দপ্তরে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে। সম্প্রতি কমিশনের ওয়েবসাইটে মতস্য দপ্তরে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে প্রথমে তাদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এরপর নথি সহ করতে হবে আবেদন। জানা গেছে, আগামী ১১ অক্টোবর থেকে শুরু হবে আবেদন প্রক্রিয়া। ১ নভেম্বর দুপুর ৩টে পর্যন্ত চলবে আবেদন প্রক্রিয়া। ২ নভেম্বর পর্যন্ত অফলাইনে আবেদন মূল্য জমা দেওয়া যাবে। যারা আবেদনে আগ্রহী তারা নজর রাখুন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই নিয়োগ করবে রাজ্য সরকারের ফিশারিজ, অ্যাকোয়াকালচার, অ্যাকোয়াটিক রিসোর্সেস অ্যান্ড ফিশিং হারবারস বা মতস্য দফতরের জন্য। জানা গেছে ফিশারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে মোট শূন্য পদের সংখ্যা ৫০টি। এগুলির মধ্যে ১৯টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত শ্রেণিভুক্তদের জন্য।

বাকি পদে নিয়োগ করা হবে সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের। কমিশন বিজ্ঞপ্তিতে এই পদে আবেদনের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, বেতন ইত্যাদির ব্যাপারে কিছু জানায়নি। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে কমিশনের ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে। ফিশারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে আবেদনের জন্য প্রার্থীদের প্রথমে যেতে হবে কমিশনের ওয়েবসাইটে।

কেতু গ্রামে মাতাল ডাক্তারের শাস্তি ও কঠিন সাজার বার্তায়

প্রতিবাদ ও সচেতনে স্বপন দত্ত বাউল

সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মদ গাঁজার নেশার বিরূদ্ধে দীর্ঘদিন প্রতিবাদী কন্ঠস্বর বাউল গানের মাধ্যমে প্রতিবাদ ও সমাজ সচেতন করে চলেছেন স্বপন দত্ত বাউল। রাজ্যের জেলায় জেলায় ঘুরেছেন প্রাপ্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত রাষ্ট্রপতির উপহার দেওয়া একতারা কোল ডুগী নিয়ে গ্রাম গঞ্জ শহরের পথে পথে । এছাড়া বিষ মদ কাণ্ডে বিভিন্ন জেলায় মানুষকে বাঁচাতে বাউল গানে পথে নেমেছে বাংলার একমাএ নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজ গঠনের শিক্ষক লড়াকু বাউল। আবার কখনো কখনো কলকাতার রাজ পথে সচেতন করেন । এমনকি তারাপীঠ তীর্থ স্থানে কৌশিকী অমাবস্যায় লাখো লাখো মানুষ এর মাঝে মদ গাঁজার বিরূদ্ধে প্রতিবাদ ও সচেতন করেন বাউল গানে স্বপন। ঠিক তেমনি আবার ছুটে এলেন কেতু গ্রামে মদ খেয়ে মাতাল ডাক্তারের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ ও সচেতন করতে নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন করে সুষ্ঠ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী জাতীয় সম্মানিত শিল্পী খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল কেতগ্রামে ২ নম্বর প্রাথমিক সাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতালে হাজির হয়ে বাউল গানে ও বক্তব্যে বলেন চিকিৎসায় ডাক্তারদের মদ বর্জনের জন্য কড়া নির্দেশ জারি করতে হবে। চিকিৎসক যদি মদ খেয়ে মাতলামি করে প্রকাশ্যে রাস্তায় গড়া গড়ি খায় মুখে অযথা গালি গালাজ করে এটা তো সমাজকে কলুষিত করছে। ডাক্তার সমাজের বদনাম করছে এই ডাক্তারকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। সাস্থ্য দপ্তর জেলা প্রশাসন ও সরকারকে সচেতন হতে হবে এমন নক্কার জনক ঘটনা আর যেন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আরও বলেন জনগণের মধ্যে ভয় সৃষ্ঠি হয়েছে ডাক্তার মদ খেয়ে মাতাল তা হলে তো ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু হবে । তাই জনগন ও সাস্থ্য দপ্তর একত্রে সচেতন হয়ে এই মাতাল ডাক্তারের বিরূদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলে ডাক্তারি বন্ধ করতে হবে। স্বপন দত্ত বাউলের প্রতিবাদ ও সচেতন দেখে পূর্ব বর্ধমান জেলা এবং কেতু গ্রামের মঙ্গলকোটের মানুষ মনে সাহস পেলেন ও তাদের মনের ভয় কাটলো । নিঃস্বার্থ ভাবে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনেকেই স্বপন বাউল কে আশির্বাদ করেন । কেতু গ্রামের হাসপাতালে রোগীরা ও পথ চলতি শিক্ষক , এবং কেতু গ্রামের সাধারণ মানুষ সকলেই তাদের বক্তব্যে বলেন এই মাতাল ডাক্তার যেনো কোনো জায়গাতেই আর ডাক্তারী না করতে পারে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান বাউল শিল্পীর কাছে।

এত ভাল সফর আগে কম দেখেছি,

অনেক কাজ হয়েছে',

বিদেশ থেকে ফিরে খুশি মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিনের বিদেশ সফর সেরে কলকাতায় ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শনিবার সন্ধেবেলা নির্ধারিত সময়েই দমদম বিমানবন্দরে নামে তাঁর বিমান। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফিরেছেন সফরসঙ্গী শিল্পপতি ও প্রতিনিধিরাও। এবারের স্পেন, দুবাই সফর থেকে ফিরে বেশ খুশি মুখয়মন্ত্রী ।প্রিয় পাঠক, খবরটি সদ্য আমাদের কাছে এসেছে। যেটুকু তথ্য এর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, সেটুকুই আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হল। গুরুত্বপূর্ণ এই খবরটি খুঁটিনাটি-সহ কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সবিস্তারে জানাব। অনুগ্রহ করে একটু পরে আর-একবার এই পেজটি রিফ্রেশ করুন, যাতে পূর্ণাঙ্গ খবর ও খবরটির অন্যান্য খুঁটিনাটি আপনারা জেনে নিতে পারেন। এই সময়টুকু আমরা আপনাদের কাছে চেয়ে নিলাম। পাশাপাশি উল্লেখ থাক, সম্প্রতি নেটমাধ্যমে নানারকম ভুয়ো খবরের ছড়াছড়ি। সে বিষয়ে আমরা যথাসম্ভব সতর্ক থেকেই খবর পরিবেশন করি। যে-কোনো খবরের সত্যাসত্য যাচাই করে তবেই আপনাদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, ঠিক ও তথ্যনিষ্ঠ খবর তুলে ধরার ক্ষেত্রে আপনাদের সহায়তা আন্তরিকভাবে কাম্য। বিমানবন্দরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন, 'আমাদের এবারের সফর খুব ভালো হয়েছে। বিদেশে অনেকটা কাজ হয়েছে বাংলার জন্য। এত সফল সফর আগে দেখিনি। আমাদের বিজিবিএস নিয়ে মাদ্রিদ, স্পেন, দুবাইয়ের শিল্পপতিদের সঙ্গে খুব ভাল আলোচনা হয়েছে। তাঁদের আমি আমন্ত্রণও জানিয়েছি। সবমিলিয়ে সফর খুব ভালো হয়েছে।'

রাজ চক্রবর্তীর "আবার প্রলয়ের" পর সিনেমাপ্রেমীদের

মনে ঝড় তুলতে চলেছে পরিচালক প্রণব রায়ের নতুন ছবি " আপাত সাধারণের গপ্পো " !

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়ার আগে বাংলার সিনেমা প্রেমীদের জন্য নতুন চমক দিতে চলেছেন পরিচালক প্রণব রায় । কিছুদিন আগেই টলিউডের বিশিষ্ট পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সুন্দরবন কেন্দ্রিক স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি " আবার প্রলয় " ঝড় তুলেছিল বাংলার সিনেমা প্রেমীদের মনে। আর সেই ঝড়ের রেস্ কাটছে না কাটতেই সিনেমা প্রেমীদের দুয়ারে হাজির প্রণব রায়ের পরিচালিত সুন্দরবন কেন্দ্রিক স্বল্পদৈর্ঘের নতুন ছবি " আপাত সাধারণের গপ্পো " ।

ক্রিয়েটিভ ওঁম প্রোডাকশনের এই ছবি দূর্গা পূজার ঠিক আগেই আগামী ২ রা অক্টোবর বাংলার আপামোর সিনেমা ভক্তদের শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাতে বাংলা চলচ্চিত্রের ছোট পর্দায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। এদিন পরিচালক প্রণব রায়ের প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রামের নিজস্ব বাড়িতে বাবা মাকে সঙ্গে নিয়ে এই ছবির পোস্টার উন্মোচন করার সময়, এই সিনেমা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলছিলেন যে, " আপাত সাধারণের গপ্পো " শুধুমাত্র একটি সিনেমা নয় ! আমার এই ছবির নামের "গপ্পো" শব্দটা হয়তো তার কিছুটা প্রমাণ করছে। আমার এই ছবিটি দেখলে সিনেমা প্রেমীরা, বিশেষ করে সুন্দরবনের সিনেমা প্রেমীরা হয়তো নিজেদের সাথে আমার ছবির কাল্পনিক চরিত্র গুলির সাথে খুব ভালোভাবে একাত্ম হতে পারবেন! সেই সঙ্গে নিজের বাবা-মা কে এই ছবি উৎসর্গ করার পাশাপাশি এই ছবির পদে পদে যে দর্শকদের জন্য লুকিয়ে রয়েছে নানান রহস্য, সাসপেন্স তা কিন্তু খলসা করে না বলতে চাইলেও তার কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন সুন্দরবনের ভূমিপুত্র, পরিচালক প্রণব রায়। তাই তিনি বাংলা ছবির সমস্ত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন ছবিটি দেখুন, দেখলে তবেই বুঝতে পারবেন " সুন্দরবনের মানুষের আসল জীবন কথা " । এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, বেশ কিছুদিন আগেই পরিচালক প্রণব রায়ের তৈরি করা সুন্দরবনের উপর একটি ডকুমেন্টরী ফিল্ম রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিল বাংলা চলচ্চিত্র জগতে। যার জন্য বেশ কিছু ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হন প্রণব বাবু।

আর পার্বতী মোদকের কাহিনী ও চিত্রনাট্যের এই ছবিতে বাংলা সিনেমার দর্শকদের জন্য সবচেয়ে খুশির খবর হল রাজ চক্রবর্তীর "আবার প্রলয়" ছবিতে শাশ্বত চ্যাটার্জির পাশাপাশি অভিনয়ে দর্শকদের প্রশংসা কুড়ানো অভিনেতা সজল মন্ডল ও বর্তমান বাংলা থিয়েটার তথা বাংলা টিভি সিরিয়ালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋত্বিকা নাথ রয়েছেন এই ছবির মুখ্য দুই ভূমিকায়। যা এই ছবির ক্ষেত্রে আলাদা একটি মাত্রা যোগ করতে পারে বলে মনে করছে বাংলার চলচ্চিত্র মহল। আর এদিনের এই ছবির পোস্টার রিলিজের দিনে ছবির পরিচালক প্রণব রায়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন এই ছবির মুখ্য দুই অভিনেতা সজল মন্ডল ও অভিনেত্রী ঋত্বিকা নাথ সহ ছবির চিত্রগ্রাহক আকাশদ্বীপ সিংহ, প্রসেনজিৎ আরিয়ানরা।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের গেরুয়া ঝড়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিপুল জয় ছিনিয়ে নিল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ । চারটি আসনের মধ্যে তিনটিতেই জিতল এবিভিপি। সান্তনা পুরস্কার জুটেছে কংগ্রেসের। একটিমাত্র আসনে জয়লাভ করেছে তারা। ছাত্র সংসদের চারটি পদের জন্য মোট ২৪ জন প্রার্থী ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন।চলতি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন মূল ক্যাম্পাসের পাশাপাশি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালেয়ের অধীনে থাকা ৫২টি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। ইভিএমের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন প্রায় ১ লক্ষ পড়ুয়া। জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৪২ শতাংশ। উল্লেখ্য, করোনা অতিমারির মধ্যে ২০২০ এবং ২০২১ সালে কোনও ভোটগ্রহণ সম্ভব হয়নি।শনিবার সন্ধ্যায় কাউন্টিং শেষ হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন এবিভিপি সদস্যরা।

এর আগে ২০১৯ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসদ নির্বাচন হয়েছিল। সে বছরও চারটি পদের মধ্যে তিনটি পদে জয় পেয়েছিল গেরুয়া শিবির। এবারও তার অন্যথা হল না। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার সন্ধ্যায় ফল প্রকাশের পর দেখা গেল, সভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন এবিভপির তুষার দেধা। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন এবিভপির অপরাজিতা। যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হলেন সচিন বৈসলা। কেবল সংসদের সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের প্রার্থী অভি দহিয়া।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮-২০৩১

১-ম পাতার পর

গ্রামে গ্রামে উঠবে উন্নয়নের ঝড়, ৮৩ কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের

হয়েছে তা মূলত আনটায়েড ফান্ড। অর্থাত গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ তাদের নিজেদের মতো এই টাকা খরচ করতে পারবে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন অনুযায়ী টায়েড ফান্ড হল কোন খাতে কোন অর্থ ব্যবহার করা হবে তার নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে গাইডলাইনে। আর আনটায়েড ফান্ড হল গ্রামীন উন্নয়নের জন্য যে কোন খাতে সেই টাকা ব্যবহার করা যায়।

১-ম পাতার পর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল

জাতীয় সংগীত। আর একেবারে শেষে উচ্চারণ করলেন, 'জয় হিন্দ। জয় বাংলা। জয় ইন্ডিয়া।'

লগ্নি টানতে স্পেন সফরে মমতা। স্পেন ঘুরে বার্সেলোনা হয়ে বর্তমানে দুবাইয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার 'মরুরাজ্যে' বিশ্বখ্যাত লুলু গ্রুপের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা । বিনিয়োগের আশ্বাস দেয় ওই সংস্থা। বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যের শিল্পবান্ধব পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেন শিল্পপতিরা। এরপর প্রবাসী বাঙালিদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন মমতা। সেখানে শেহাদ খানেম মুখ্যমন্ত্রীর হাতে নিজের লেখা বইয়ের বাংলা অনুবাদ তুলে দেন। দুবাইয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রাক্তনীদের সংগঠনের তরফেও মুখ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

পদ্মার ইলিশে ছেয়ে গেছে বাজার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কথায় আছে, মাছে-ভাতে বাঙালি।আর সেই মাছ যদি খাঁটি পদ্মার ইলিশ হয় তাহলে তো কথাই নেই। শুক্রবারেই বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৭০ মেট্রিক টন ইলিশ ঢুকেছে বাংলায়। আর শনিবারের সকালেই দরদাম করে ইলিশ কেনার ভিড় লক্ষ্য করা গেল শহরের বাজারগুলোতে। হাওড়া মাছের আড়ত এবং পাতিপুকুর মাছের আড়ত থেকে ইলিশ ঢুকছে শহরের বাজারে। কিছুদিন আগে রান্নাপুজো ছিল, তখন ভাল বিক্রি হয়েছে। এখন একটু কম আছে। আশা রাখছি দাম কমলে আরও বেশি মানুষ আসবেন।'

তবে দামের ঠেলায় কাবু হয়ে দেখে শুনেই ফিরতে হচ্ছে অনেককে। মানিকতলা বাজারেও চিত্রটা অনেকটা একইরকম। অনিন্দ্য বসু নামে স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'দামটা একটু বেশি নিচ্ছে। অনেক দরদাম করলাম কিন্তু খুব একটা কমল না। কিনে যখন ফেলেছি বাড়ি নিয়ে যাই তারপর না হয় মেনু ঠিক করা যাবে।' বিক্রেতাদের আশা, উতসবের মরশুমে বিক্রি আরও বাড়বে।শনিবার সকালে দমদম স্টেশন চত্বর লাগোয়া বাজারে গিয়ে দেখা গেল ইলিশ সাজানো রয়েছে থরে থরে। হাঁক পাড়ছেন বিক্রেতারা। ৫০০ গ্রাম, ৬০০ গ্রাম থেকে শুরু করে ১ কেজির ইলিশ রয়েছে।

তবে সদ্য ওপার বাংলা থেকে আসায় দাম একটু চড়া। ১০০০ টাকা থেকে শুরু হয়ে দাম চলে গিয়েছে ১৭০০ টাকা পর্যন্ত। তবে কোনও কোনও জায়গায় ডিম ছাড়া ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৮০০ টাকায়। চড়া দামেও কুছ পরোয়া নেই। ছুটির দিন, তার ওপর বৃষ্টির আমেজ। মানিকতলার বাসিন্দা প্রবীর চক্রবর্তী তো বলেই ফেললেন, 'বাড়িতে খিচুড়ি হচ্ছে, ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে দুপুরে জমাটি মেনু।' মাছ বিক্রেতা সঞ্জয় দাস বললেন, 'সবে সবে ঢুকেছে বলে একটু দাম বেশি। দু'চারদিন পরে এমনিই দাম কমবে। কিছুদিন আগে রান্নাপুজো ছিল, তখন ভাল বিক্রি হয়েছে। এখন একটু কম আছে। আশা রাখছি দাম কমলে আরও বেশি মানুষ আসবেন।'

হাসপাতালে এসে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন স্থানীয় বিধায়ক মদন মিত্র

বারাকপুর: নিউজ সারাদিন : দালাল চক্রের ফাঁদে পড়ে রোগী মৃত্যুর অভিযোগে কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এর মাঝেই হাসপাতালে এসে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন স্থানীয় বিধায়ক মদন মিত্র। একইসঙ্গে এই হাসপাতালে দালালরা টাকার বিনিময়ে প্রতি রাতে রক্ত বিক্রি করে বলেও অভিযোগ তুললেন শাসকদলের এই চর্চিত বিধায়ক। দালালচক্রের হয়রানির অভিযোগে রোগী মৃত্যুর খবর জেনে রাতেই হাসপাতালে আসেন মদন মিত্র। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে চলা দালালরাজের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বিধায়ক বলেন, 'সাগর দত্ত হাসপাতালে 'এ পজেটিভ' রক্তের জন্য ১৭০০ টাকা চায় দালালরা। প্রতিরাতে এই হাসপাতালের দালাল চক্র রক্ত বিক্রি করে। এই চক্রের সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত আছে তা বার করতে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি।' এরপরই মদন মিত্রর হুঁশিয়ারি, 'যে দালালের জন্য রোগীর মৃত্যু হল তার নাম, ছবি পেয়েছি। আমি কথা দিয়ে গেলাম এটাই সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ দালালরাজ। এরপর যদি একটা দালালকে দেখা যায়, এলাকাবাসীকে বলব গায়ে হাত দেবেন না, শুধু পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার আগে আমাদের হাতে দেবেন।'স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কামারহাটি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা রমেশ হালদার বার্ধক্যজনিত রোগে অসুস্থ হলে তাঁকে শুক্রবার সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। চিকিৎসক রোগীকে আইসিইউতে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেন। এরপরই এক দালালের ফাঁদে পড়েন রোগীর পরিবার। অভিযোগ, সেই দালাল আইসিইউতে ভর্তি করানোর জন্য ৬ হাজার টাকা দাবি করে। এই নিয়ে দীর্ঘক্ষণ হয়রানির শিকার হতে হয় রোগী এবং তাঁর পরিবারকে। পরে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলেও সঠিক সময়ে চিকিতসা না পাওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। এরপরই মৃতের ছেলে গোটা ঘটনা জানায় বিধায়ক মদন মিত্রকে।

যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর জেরে তোলপাড় হয় দেশ

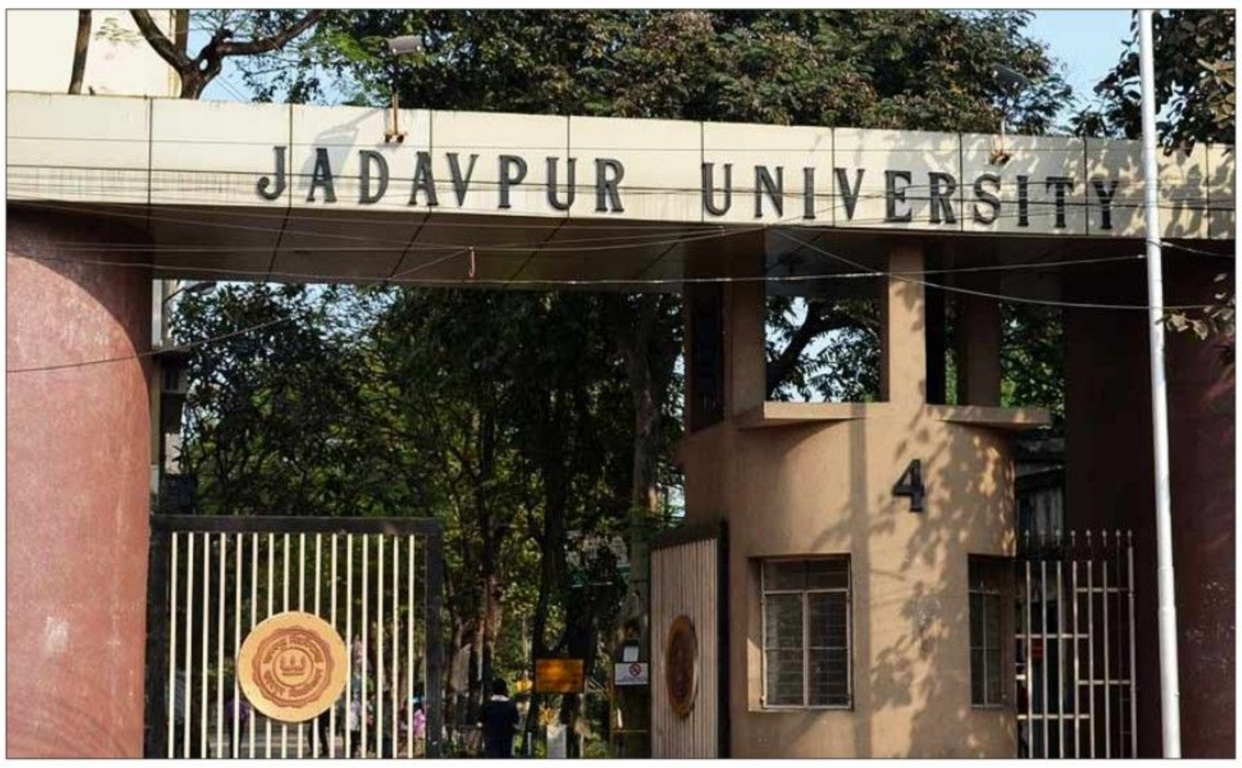

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হস্টেলে ছাত্রমৃত্যুর জেরে তোলপাড় হয় দেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে নিরন্তর। কেন ছাত্রের মৃত্যুর পরেও হুঁশ ফেরেনি কর্তৃপক্ষের, প্রশ্ন তোলেন কেউ কেউ। ঠিক এই আবহেই এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ।উল্লেখ্য, গত ১০ আগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হস্টেলে মৃত্যু হয় বাংলা বিভাগের নবাগত এক ছাত্রের। তারপর ওঠে একাধিক প্রশ্ন। ছাত্রমৃত্যুতে ওঠে একের পর অভিযোগ। পুলিশি তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্যও। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব দেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউকে।তাঁর দাবি, 'মেইন হস্টেলে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র চলছে, পরিকল্পনা করেই বাধা দেওয়া হচেছ কাজে!' উপাচার্যের আরও দাবি, 'এই চক্রান্তের পিছনে রয়েছেন বড় কোনও মাথা। যে বা যাঁরা ছাত্রদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছেন।'

অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউয়ের আরও অভিযোগ, 'আমাকে শুধু নয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে। আমি বিশ্বাস করি না, এর পিছনে ছাত্রদের ইন্ধন রয়েছে। এর নেপথ্যে বড় কোনও মাথা রয়েছেন। যাঁদের পরিকল্পনায় এই পরিস্থিতি, এই অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাঁরা ব্যবহার করছেন ছাত্রদের।' ঠিক কোন দিকে ইঙ্গিত করছেন অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য ? তাঁর কথায়, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বাড়ানোর বন্দোবস্তের জন্য যা যা প্রয়োজন, নিয়ম মেনে সেটাই করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সেখানেই কারওর কারওর তরফে সিসিটিভি বসাতে দেব না বলা হচ্ছে! বারবার কোনও কাজ করতে গেলেই বাধা দেওয়া হচ্ছে। আমাকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলছে। আমাকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রেই। কিছু করতে গেলেই রাজনৈতিক রং, ঘেরাও করে রাখা হচ্ছে।'

সম্প্রতি, ছাত্রমৃত্যুর তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী কমিটির রিপোর্ট নিয়ে জলঘোলা হয়েছে। নদিয়ার বাসিন্দা প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় একাধিক তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। এখানেও উঠেছে অভিযোগ। অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট নিয়ে কেন পদক্ষেপ করছেন না উপাচার্য, তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। যদিও অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের দাবি, 'ওই কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হবে। কীভাবে কী করা যায় ভাবা হচ্ছে। কিন্তু একটা নতুন অ্যান্টি ব[]্যাগিং কমিটি বা স্কোয়াড তৈরি হয়েছে। তাঁরা কাজ করবেন। তবে কিছু করার আগেই আমাকে আটকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে!' কেন? বুদ্ধদেব সাউ বলছেন, 'হয়তো আমি অনেকের পছন্দের লোক নই তাই!' তাঁর আরও দাবি, 'এই সবের পিছনে বিরাট পরিকল্পনা আছে। ছাত্রমৃত্যুর ঘটনাকে পুঁজি করে ফায়দা তুলছেন কেউ কেউ। আমি রাজ্য সরকারকেও জানানোর কথা ভাবছি। সামগ্রিক ঘটনার জন্য উচ্চপর্যায়ের তদন্তও চাইছি।'

অধ্যাপকের দাবি, ছাত্রমৃত্যুর তদন্ত চললেও এর পরের ঘটনাক্রমের তদন্ত হওয়াও জরুরি। যাঁরা চক্রান্ত করছেন, অস্বাভাবিকতা আনতে, তাঁদের খোঁজা উচিত। উচ্চপর্যায়ের তদন্ত বলতে সিবিআই চাইছেন উপাচার্য? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বলছেন, 'না। আমি সিবিআই চাইছি কি না বলব না! এই মুহূর্তে আমি শুধু চাইছি সম্পূর্ণ ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হোক। এর পিছনে চক্রান্ত খুঁজে বের করা হোক। সেটা যদি আপনি সিবিআই ভাবেন, ভাবতে পারেন!'

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৬৩ সংখ্যা ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ রবিবার ০৬ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ভাইপোর সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই বিচারপতির উপর চটল তৃণমূল

এজলাসে বসে এবার 'ভাইপো' শব্দবন্ধ উচ্চারণ করলেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় । আর তাই নিয়ে শুরু হল বিতর্ক! কোভিড ক্ষতিপূরণ মামলায় এজলাসে মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'কে একটা ভাইপো আছে।এরই পরে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে কমরেড বলে সম্মোধন করে কুনাল ঘোষের বক্তব্য, 'মনে নেই কমরেড অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়, আপনাদের জ্যোতিবাবু যখন ছিলেন তখন চন্দন বসুকে নিয়ে কী কী কেলেঙ্কারি হয়েছিল । বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে চন্দন বসুর নামে যে যে কেলেঙ্কারি এসেছিল লজ্জা করে না সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারেন না! বিচারকের চেয়ারে বসে বিচার ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করে যে কাজ আপনি করছেন, সে কাজ করতে পারেন না । আপনার ক্ষমতা থাকলে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতির ময়দানে আসুন ।'তাঁর বাড়ি চারতলা । কোটি টাকার বাড়ি! কোথা থেকে আসে এত টাকা?' এরই সঙ্গে বিচারপতি বলেন, 'এরাজ্যে চোলাই মদ খেয়ে মারা গেলে দু'লক্ষ টাকা দেওয়া হয় । করোনায় মৃত্যু হলে আদৌ টাকা দেওয়া হয়?"

শুক্রবার কোভিড ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি চলছিল । ২০২০ সালের ১ আগস্ট করোনায় মৃত্যু হয় উত্তর ২৪ পরগনার নালাবড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিভূতিকুমার সরকারের । স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর জায়গায় এখনও পর্যন্ত চাকরি না পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ স্ত্রী। সেই মামলার শুনানিতে নাম না করে 'ভাইপো'কে আক্রমণ করলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ।

এই নিয়ে পাল্টা তোপ দেগেছে তৃণমূলও । শাসক দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় বিচার ব্যবস্থার কলঙ্কের মতো আচরণ করছেন । তিনি বিচারপতির আসনের অপব্যবহার করছেন । বিচারপতির সম্মান এবং পদের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক মন্তব্য করে চলেছেন । তাঁর নিজের রাজনৈতিক উইশ লিস্ট অবস্থান প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে ।'

ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় বৃদ্ধাকে মারধর করে খুন আয়ার !

সিসিটিভি ফুটেজে সামনে এল তথ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধাননগর, ২৩ সেপ্টেম্বর: দেখাশোনা করার জন্য রাখা হয়েছিল আয়া । কিন্তু সেই আয়ার মারধরের জেরেই মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার । সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে অন্তত এই তথ্য মিলেছে বলে দাবি বিধাননগর পুলিশের । পুলিশ ওই আয়াকে গ্রেফতার করেছে । আর তার পরই সামনে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য । পুলিশি জেরায় সোফিয়া নামের ওই আয়া জানিয়েছেন যে রাতের বারবার ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি ওই বৃদ্ধাকে মারধর করেন । তার জেরেই ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয় ।পুলিশ জানিয়েছে, ওই বৃদ্ধার দেখাশোনার জন্য নারায়ণপুরের একটি আয়া সেন্টার থেকে দু'জন আয়া রাখা হয়েছিল । একজন দিনে থাকতেন । আর একজন রাতে । ওই রাতে সোফিয়া ছিলেন । রাতে তাঁর ঘুমে বারবার ব্যাঘাত হচ্ছিল ওই বৃদ্ধার জন্য । সেই কারণে তিনি ওই বৃদ্ধাকে মারধর করেন । প্রায় সারা রাত ধরেই চলে এই অত্যাচার । বৃদ্ধা একাই ওই ফ্ল্যাটেই থাকতেন । সেই কারণে মারধরের বিষয়টি সম্পর্কে আত্মীয়রা কিছুই জানতেন না ।

বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি ঐশ্বর্য সাগর তাই বিধাননগরের বাসিন্দাদের এই বিষয়ে সতর্ক হতে পরামর্শ দিয়েছেন । কারণ, বিধাননগর এলাকায় অনেক সিনিয়র সিটিজেন রয়েছেন । তাঁদের দেখাশোনার জন্য অনেকে এখানে আয়ার কাজ করেন ।

বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি ঐশ্বর্য সাগর জানিয়েছেন, গত ১১ সেপ্টেম্বর সকালে বাগুইআটির অনুপমা আবাসনের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধা মারা যান । মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর আত্মীয়রা সেখানে আসেন । শেষকৃত্যও হয় । তখনও কারও মনে কোনও সন্দেহ হয়নি । গত ১৯ সেপ্টেম্বর কালা মিশ্রা নামে ওই বৃদ্ধার ঘরে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ দেখেন পরিবারের সদস্যরা । তার পরই বছর সত্তরের ওই বৃদ্ধাকে মারধরের ঘটনাটি সামনে আসে ।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে যে বৃদ্ধার কাছে বারবার এসে তাঁকে মারধর করছেন সোফিয়া নামের ওই আয়া । ঘটনাটি ঘটেছে গত ১০ সেপ্টেম্বর রাতে । তার পরদিন সকালেই বৃদ্ধার মৃত্যু হয় । এই সিসিটিভি ফুটেজ দেখার পরই বাগুইআটি থানায় পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের হয় । তদন্তে নেমে পুলিশ সোফিয়া নামের ওই আয়াকে গ্রেফতার করে ।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

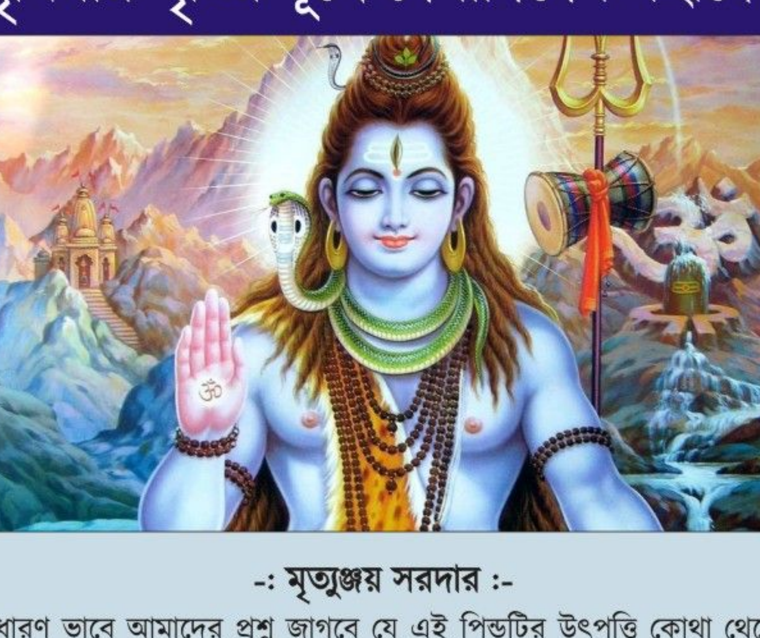

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সাধারণ ভাবে আমাদের প্রশ্ন জাগবে যে এই পিন্ডটির উৎপত্তি কোথা থেকে? কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এর সঠিক বাখ্যা দিতে পারেননি। কোন রহস্যময় ঘটনার ফলে এই পিন্ডটির উৎপত্তি। কিন্তু এই পিন্ডটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বাদশ পর্ব)

মন্ত্র রয়েছে, যা প্রায়শই প্রবাদবাক্যের মতো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে দুটি অধ্যায়ের প্রতিটিতে তিনটি করে বল্লী বা অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে একাত্তরটি মন্ত্র আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছাপ্পান্নটি মন্ত্রে আখ্যায়িকার আঙ্গিকে আত্ম-তত্ত্বকথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন- (যম বলছেন), সংসারী মানুষ মাত্রই পরিবার, ধন-সম্পদে আসক্ত। সংসার তাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। তাদের বুদ্ধি অপরিণত। তারা তাদের চারপাশের দৃশ্যমান জগৎকেই সত্য মনে করে। এর বাইরেও যে একটা জগৎ আছে, সে খোঁজ তারা রাখে না। ইহলোকই আছে পরলোক বলে কিছু নেই- যে-ব্যক্তি এ কথা মনে করে সে বারবার আমার অধীন হয়। অর্থাৎ তার পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ঘটে থাকে (কঠোপনিষদ-১/২/৬)। ব্রহ্মকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ওঙ্কারঃওম্। অপরা ব্রহ্ম (সগুণ ব্রহ্ম) এবং পরা ব্রহ্ম (নির্গুণ ব্রহ্ম) উভয়কেই এই পথে পাওয়া যায়। অপরা ব্রহ্মের সাধনার দ্বারা মানুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মের সমমর্যাদা লাভ করে। পরা ব্রহ্মের দ্বারা মানুষ ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায় (কঠোপনিষদ-১/২/১৭)। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। আত্মার কোন উৎপত্তি নেই, আবার আত্মা থেকেও কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। আত্মা জন্মরহিত, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং সদা বিরাজমান। দেহের নাশ হয়, কিন্তু আত্মা অবিনাশী (কঠোপনিষদ-১/২/১৮)। আত্মা সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর এবং বৃহতের চেয়েও বৃহত্তর। অন্তরাত্মারূপে প্রত্যেকের হৃদয়গুহাতে তিনি বিরাজ করেন। যে সব মানুষ সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছেন এবং নিজ মন ও ইন্দ্রিয় যাঁর বশে, তিনিই এই আত্মার মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন। তখন তাঁর সকল সংশয় অতিক্রম করে যান (কঠোপনিষদ-১/২/২০)। আত্মা নিরাকার হয়েও সাকার। সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে তিনিই একমাত্র নিত্য; এই আত্মা বৃহৎ এবং সর্বব্যাপী। এই আত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শোক-দুঃখকে অতিক্রম করেন (কঠোপনিষদ-১/২/২২)। জীবাত্মাকে রথের রথী এবং শরীরকে রথ বলে জেনো; বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে বল্গা (লাগাম) বলে জেনো (কঠোপনিষদ-১/৩/৩)। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বিষয় (রূপ, রস, ইত্যাদি); ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মন; মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি; বুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই মহান আত্মা (কঠোপনিষদ-১/৩/১০)। মহান আত্মার চেয়ে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত; অব্যক্তের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা। পরমাত্মার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু হতে পারে না। জীবের সমস্ত বিকাশের এখানেই চূড়ান্ত পরিণতি। পরমাত্মাই মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য (কঠোপনিষদ-১/৩/১১)। নিজ কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে, কোন কোন জীবাত্মা পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে বারবার জীবদেহ প্রাপ্ত হয়। আবার কেউ কেউ বৃক্ষ লতাদি স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হয় (কঠোপনিষদ-২/২/৭)।

মুণ্ডক উপনিষদ (আনুমানিক ৫০০-৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব) : মুণ্ডক শব্দের আক্ষরিক অর্থ যিনি মুণ্ডিত। অর্থাৎ মুণ্ডিত মস্তক গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। ধারণা করা হয়, এই উপনিষদে নিজের এবং জগতের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করে ব্রহ্ম বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে মুণ্ডিত মস্তক তথা সন্ন্যাসীদের জন্য। অজ্ঞতা দূর করাই মুণ্ডক উপনিষদের লক্ষ্য। এই উপনিষদের বক্তা ঋষি হচ্ছেন অঙ্গিরা, আর শ্রোতা ছিলেন ঘোর সংসারী শৌনক যিনি আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে পরে ঋষি হয়ে গিয়েছিলেন।

মুণ্ডকোপনিষদের তিনটি অধ্যায় যা মুণ্ডক নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রতিটি মুণ্ডকে বা অধ্যায়ে দুটি করে খণ্ড বা অনুচ্ছেদ। মোট মন্ত্র চৌষট্টি, কিছু গদ্যে এবং কিছু পদ্যে রচিত। এই উপনিষদেই খুব স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণের যাজ্ঞিক কর্মকাণ্ড প্রধানত মুণ্ডকের বিরক্তি উৎপাদন করেছিলো। এইসব যজ্ঞরূপী কর্মকাণ্ড থেকে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভই যে শ্রেষ্ঠ এবং কাম্য তা-ই এ উপনিষদের বিবেচ্য। যেমন- কিছু মানুষ আছেন যাঁরা চূড়ান্ত নির্বোধ। তাঁরা মনে করেন যাগযজ্ঞ এবং (কূপ, দীঘি খনন ইত্যাদি) জনহিতকর কর্মই সর্বোত্তম। এর চেয়ে মহত্তর কিছু থাকতে পারে তা তাঁরা জানেন না। এই সব সৎ কর্মের ফলে মৃত্যুর পর তাঁদের স্বর্গলাভ হয়, এবং নির্দিষ্ট কাল ব্যাপী তাঁরা স্বর্গসুখ ভোগ করেন। কিন্তু মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে তাঁরা আবার এই জগতে ফিরে আসেন (এবং মনুষ্যরূপে অথবা ইতর প্রাণী রূপে তাঁদের পুনর্জন্ম হয়) (মুণ্ডকোপনিষদ-১/২/১০)। আনুষ্ঠানিক উপাসনার ফল যে ক্ষণস্থায়ী একথা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু জানেন। তাই এই জাতীয় অনুষ্ঠান তাঁকে আকর্ষণ করে না। যা নিত্য তা অনিত্য-ক্রিয়াকর্মের দ্বারা পাওয়া যায় না, একথা তিনি জানেন। এই জন্যই তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ আচার্যের অনুসন্ধান করেন। নম্রতার প্রতীক হিসেবে সমিধ কাঠ হাতে নিয়ে তিনি আচার্যের নিকট উপস্থিত হন (মুণ্ডকোপনিষদ-১/২/১২)। নিজ মনন শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেন। প্রথমে সৃষ্টির বীজ সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেই বীজ থেকে আসে প্রাণ, প্রাণ থেকে আসে মন, সমষ্টি মন। তারপর আসে পঞ্চভূত এবং শেষে এই জগৎ। কর্ম থাকলেই তার ফল থাকবে, তাই কর্মফল অনন্ত ও অবিনাশী (মুণ্ডকোপনিষদ-১/১/৮)। যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সর্ববিৎ, জ্ঞানই যাঁর তপস্যা সেই পরা ব্রহ্ম থেকেই এই অপরা ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) এবং নাম, রূপ ও অন্নাদি এসেছে (মুণ্ডকোপনিষদ-১/১/৯)। সেই অক্ষরপুরুষ ব্রহ্মই সত্য। জ্বলন্ত অগ্নি থেকে যেমন অগ্নিময় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, হে সৌম্য, সেই ভাবেই ব্রহ্ম থেকে বিবিধ বস্তুর উদ্ভব হয়, এবং সেগুলি আবার ব্রহ্মেই লোপ পায় (মুণ্ডকোপনিষদ-২/১/১)।

উপসংহার

এভাবে আরো বিভিন্ন উপনিষদ থেকেও অজস্র নমুনা-উদাহরণ টানা যেতে পারে হয়তো। কিন্তু সত্য সন্ধানী হিসেবে উপনিষদীয় ঋষিরা যে পরম সত্তার উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছেন সেগুলিতেও বর্ণনা বা উপস্থাপনার ভিন্নতা ছাড়া বিষয়গত ঐক্যে খুব একটা পার্থক্য পাওয়া যায় না। এই পরম সত্তাকে উপনিষদে কখনো ব্রহ্ম, কখনো আত্মা, কখনো ভগবান, কখনো বা সৎ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন ঋষির চৈতন্যে উপলব্ধ সত্যকে যদি এক বলেও ধরে নেওয়া হয়, তবুও তাদের উপলব্ধির বা অনুভূতির রূপ যে সব সময় এক হবে এমন কথা নেই। বস্তুতপক্ষে পরম সত্য বা তত্ত্ব যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষির কাছে বিভিন্ন প্রকারে ধরা দিয়েছে, তা প্রমাণিত হয় বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন উক্তি থেকে। মূলত, উপনিষদগুলিতে দার্শনিক তত্ত্বাবলী আলোচিত হলেও সে-আলোচনা বহুলাংশেই বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। তাছাড়া এ-আলোচনা যুক্তিতর্কমূলক সুসংবদ্ধ দার্শনিক আলোচনা নয় এবং নানা উপনিষদে নানা রকম আলোচনার মধ্যে ঠিক কোনতত্ত্বকে প্রকৃত উপনিষদ-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব বলা হবে সে-কথা নির্ণয় করাও সহজ নয়। পরমাত্মা বা পরমব্রহ্মই যদিও সাধারণভাবে উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়, তবুও বিভিন্ন উপনিষদে একধরনের সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদ, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদ, ব্রহ্মপরিণামবাদ, ব্রহ্মবিবর্তবাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের উন্মেষ ও পরিচয় পাওয়া যায় এবং ব্রহ্ম, জীব ও জগতের পারস্পরিক সম্বন্ধ, এমনকি জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসেবে মোক্ষের স্বরূপ ও উপায় নিয়েও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে উপলব্ধ সত্য সম্পর্কে সৃষ্ট উপনিষদীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের ভিন্নতার কারণে উদ্ভূত বিরোধ উপনিষদীয় সত্য সম্পর্কে সন্দেহের পাশাপাশি তৎকালীন ভারতীয়দের মনে ব্রাহ্মণের কর্মকাণ্ডই নয়, উপনিষদীয় অধ্যাত্ম-দর্শনের প্রভাবকেও স্পষ্টতই দুর্বল করে দিয়েছিলো। এসব দুর্বলতার পাশাপাশি যুক্তির উপর গড়ে ওঠা অন্যান্য ভিন্নমতবাদীদের তীক্ষ্ণ তর্কের আঘাতে উপনিষদীয় দর্শন পরাস্ত হবার উপক্রম হয়। ফলে, কালক্রমে বিভিন্ন উপনিষদে প্রকাশিত বিভিন্ন তত্ত্বের এই বিরোধ যে আপাত এবং বিভিন্ন উপনিষদের মধ্যে যে একটি মূলগত ঐক্য আছে, তা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এরই ফলস্বরূপ কিছু যুক্তিনির্ভর অধ্যাত্ম-দর্শন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ এবং সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

আবারও এক হতে চলেছেন সামান্থা-নাগা?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আবার এক হতে চলেছেন নাগা চৈতন্য-সামান্থা রুথ প্রভু! হঠাৎই যেন জল্পনা উস্কে দিলেন 'উ আন্তাভা' অভিনেত্রী। ২০১৭ সালে অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন নাগা চৈতন্য। সেই বিয়ে ভাঙে মাত্র চার বছরের মাথায়। তার পরই নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতা থেকে মুছে ফেলেন প্রাক্তন স্বামী নাগার সমস্ত ছবি। সেই সামান্থার কি মত বদলালেন? অভিনেত্রীর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাতায় দেখা গেল নাগার সঙ্গে বিয়ের ছবি।

গত কয়েক দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, ছেলেকে ফের সংসারী দেখতে চান দক্ষিণী তারকা নাগার্জুন। সেই কারণে নাকি নিজেই এবার ছেলের জন্য পাত্রী নির্বাচন করেছেন তিনি। সামান্থার সঙ্গে বিয়ে ভাঙার পর নাকি বিনোদনের জগতের পাত্রীকে একেবারেই না-পছন্দ বলেই তার ঘনিষ্ঠ মহলে জানান নাগার্জুন । অন্যদিকে, সামান্থার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকেই নাকি অভিনেত্রী শোভিতা ধুলিপালার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন অভিনেতা। আপাতত সেই সম্পর্কেই মন দিতে চান তিনি। সঠিক সময় এলে তবেই নাকি পরের ধাপে পা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই যুগল। তার আগে হঠাৎ সামান্থার এই পোস্ট যেন তাদের পুর্নমিলনের জল্পনা উস্কে দিল।

যদিও সামান্থার অনুরাগীদের মতে, "হয়তো সামান্থা মন থেকে মেনে নিয়েছে তাদের বিচ্ছেদটা।।" কারও মতে, "হয়তো সামান্থা-নাগা এক হতে চলেছে তার আভাস দিলেন অভিনেত্রী।"

নাগার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে দেখা গেছে অভিনেত্রীকে। সম্প্রতি তার ছবি 'খুশি'-র সঙ্গীত প্রকাশ অনুষ্ঠানে রোদচশমার আড়ালে চোখের পানি ধরে রাখার চেষ্টা করেন অভিনেত্রী। তবে সত্যি কি ফের এক হতে চলেছেন প্রাক্তন দম্পতি? তা সময়ই বলবে।

এবার অ্যাটলির টার্গেট হৃতিক-সালমান-আমির!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এটলি কুমার। ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার এবং প্রযোজক তিনি। তিনি প্রধানত তামিল চলচ্চিত্রে তার কাজের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। ২০১৩ সালে অ্যাটলি বানালেন নিজের প্রথম সিনেমা 'রাজা রানি'। সর্বশেষ শাহরুখ খান অভিনীত তিনি নির্মাণ করেন জাওয়ান।

মুক্তির পর থেকেই রেকর্ড বন্যায় ভাসছে 'জওয়ান'।এই পর্যন্ত ভারতীয় বক্স অফিসে ৩০০ কোটির ক্লাবে আর বিশ্বজুড়ে ৫৫০ কোটিরও বেশি আয় করে ফেলেছে ছবিটি। এরফলে বুঝতে আর বাকি নেই কেবল ভারত নয়, গোটা বিশ্বজুড়ে এই ছবিটি তুমুল সাড়া পাচ্ছে।

এদিকে 'জওয়ান'র এমন সাফল্যের পর বলিউড প্রযোজকদের প্রথম পছন্দ অ্যাটলি। শোনা যাচ্ছে, যশরাজ থেকে শুরু করে করণ জোহর সবাই অ্যাটলিকে নিয়ে ছবি করার জন্য ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন।

অন্যদিকে, ইন্ডাস্ট্রি সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ইতিমধ্যে অ্যাটলি নাকি পরের ছবি প্ল্যান করে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, শাহরুখের পর এবার সালমান, আমির, হৃতিকদের সঙ্গে কাজ করতে চান তিনি।

সম্প্রতি 'জওয়ান' সম্পর্কিত এক ইভেন্টে গিয়ে অ্যাটলি বলেন,ওভীষণ ভালো লাগছে, এটা সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ঈশ্বর আমাদের সহায় আছেন। আর আমরা চিত্রনির্মাতা হিসেবে যা করার করে দিয়েছি আর সেটা পর্দায় দর্শকদের দেখতে ভালো লাগছে বলেই তারা এতটা খুশি। এতটা ভালোবাসা দিচ্ছেন ছবিটিকে। আর সবটাই হচ্ছে শাহরুখ স্যারের জন্য।

হৃতিক-সালমান-আমিরের সঙ্গে কাজ করতে চান অ্যাটলি।

ধন্যবাদ শাহরুখ স্যার এবং রেড চিলিজকে এবং গত সাড়ে তিন বছর ধরে যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করলেন তাদের ধন্যবাদ।'

উল্লেখ্য, এটলি কুমার প্রাথমিকভাবে এনথিরান (২০১০) এবং নানবান (২০১২) ছবিতে এস শঙ্করের অধীনে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছিলেন । ফক্স স্টার স্টুডিওস দ্বারা প্রযোজিত নয়নতারা, নাজরিয়া, আর্য এবং জয় অভিনীত রাজা রানী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি তার পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। যার জন্য তিনি বিজয় পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠ নবাগত পরিচালক এবং শ্রেষ্ঠ সংলাপ লেখকের জন্য তামিলনাড়ু রাজ্য পুরস্কারে ভূষিত হন।

বারবার চেষ্টা করেও ভিকির কাছে যে বিষয়ে ব্যর্থ ক্যাটরিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বছর দেড়েক হল বিয়ে হয়েছে বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ ও অভিনেতা ভিকি কৌশলের। বিয়ের আগে প্রেম নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রেখেছিলেন তারা। তবে বিয়ের পর একে অপরকে নিয়ে অনেকটাই খোলামেলা। বরাবরই হাসিখুশি, সহজ-সরল ধরনের মানুষই নিজেকে বলে এসেছেন ভিকি। তবে গিন্নি নাকি বড়ই কড়া। সব বিষয়ে খবরদারি করেন! যতই খুঁতখুঁত করুন না কেন, ক্যাট সুন্দরি একটি বিষয়ে একেবারেই পেরে ওঠেন না স্বামীর সঙ্গে!

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভিকি জানান, বাড়ির সবার পোশাক নিয়ে বড়ই খবরদারি করেন ক্যাটরিনা। বাড়িতে কে কী পরবেন, তা নিয়েই চিন্তা অভিনেত্রীর। আসলে ক্যাটরিনা নাকি বড্ড পরিপাটি থাকতে পছন্দ করেন। উনিশ-বিশ করা মোটেও পছন্দ নয় তার। ভিকির কথায় ক্যাটরিনা হলেন 'ফ্যাশন পুলিশ'।

ভিকি বিয়ের পর থেকেই তাদের দাম্পত্যের নানা খুঁটিনাটি তথ্য ফাঁস করে থাকেন সংবাদমাধ্যমে। আগে অভিনেতা জানিয়েছিলেন, স্ত্রীকে তিনি খুব ভয় পান। কারণ ক্যাটরিনা নাকি তার নাচের ভুল ধরেন।

এছাড়াও কোনও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ক্যাটরিনার মতো অতটা মাথা কাজ করাতে পারেন না তিনি। এবার ক্যাটরিনার নাক গলানোর অভ্যাসের কথা জানাতে গিয়ে বলেন, "ক্যাটরিনা কে কী পরবে তা নিয়ে ভীষণ সচেতন। আমি কোন পোশাকটা পরলাম, কিংবা কোন রঙের পোশাক পরলাম সবটাই দেখা চাই। তবে আমি অত কিছু বুঝি না। চার জোড়া জামাকাপড় আমার। আলমারির এক কোণে ক'টা জামাকাপড় রয়েছে। ক্যাটরিনা বারবার বলে আমাকে, তবে আমি কথা শুনি না দেখে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

বলিউড পরিচালক ও প্রযোজক করন জোহরের 'কফি উইথ করন' টক শোয়ে এসে প্রথম ভিকির কথা উল্লেখ করেন ক্যাটরিনা। সে কথা করন পরের একটি পর্বে ভিকিকে জানাতেই, মজার ছলে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ভান করেন 'উরি: দ্য সার্জিকাল স্ট্রাইক খ্যাত অভিনেতা। তারপরেই নাকি একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হন ভিকি ও ক্যাটরিনা। বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে। শেষমেশ ভিকির গলায় মালা দেন ক্যাটরিনা।

'জওয়ান'কে অস্কারে পাঠাতে চান পরিচালক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জওয়ান ঝড়ে কেবল বলিউড নয় কাঁপছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। উল্টেপাল্টে যাচ্ছে বক্স অফিসের হিসাব-নিকাশও। মুক্তির প্রথম ১১ দিনেই বিশ্বজুড়ে ৮০০ কোটি রুপির ঘর ছাড়িয়েছে জওয়ান।

শুধু দর্শকরা নয়, নাক উঁচু ফিল্ম সমালোচকরাও শাহরুখের এই ছবিকে সুপারহিট বলে ঘোষণা করে দিয়েছে। তবে এবার নতুন খবর, 'জওয়ান'কে অস্কার দৌড়ে পাঠানোর চিন্তা করছেন ছবির পরিচালক অ্যাটলি

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, এই ছবি যেভাবে বক্স অফিসে হইচই ফেলে দিয়েছে, তা দেখে মনে হচ্ছে এই ছবি বিশ্বজয় করতে পারে। তাই শাহরুখ স্যারকে বলব, এই ছবিকে অস্কারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। আমার বিশ্বাস, এই ছবি নিশ্চয়ই অস্কার জিতবে।

শাহরুখ খানের সঙ্গে এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতারা। আছেন বিজয় সেথুপাতিও।

শ্রীলঙ্কাকে এভাবে মারবে

বুঝতে পারিনি: শোয়েব আখতার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ভারতকে কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার। তবে ফাইনালে ভারতের সামনে শ্রীলঙ্কা দল যেভাবে ধসে পড়েছে, সেটা গোটা ক্রিকেট দুনিয়াকেই হতবাক করে দিয়েছে। শ্রীলঙ্কার এমন হার দেখে হয়তো কিছুটা বিব্রতও বোধ করেছেন শোয়েব আখতার। হয়তো ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি এভাবে হেসেখেলে জিতে যাবে ভারত।

সাবেক পাকিস্তানি স্পিডস্টার শোয়েব নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে প্রশংসায় ভাসিয়ে বলেছেন, 'কী দারুণভাবে ভারত এই টুর্নামেন্টটা জিতল! আগের ম্যাচের (বাংলাদেশের বিপক্ষে পরাজয়) পর মনে হচ্ছিল, ভারতকে আন্ডারডগ মনে হতে পারে। কিন্তু তেমনটা হয়নি। ভারতকে টুপিখোলা অভিবাদন। ভারত, তোমরা দারুণভাবে জিতেছ। সিরাজ, আপনি ম্যাচ জিতিয়েছেন। আপনি এটাও ভালো কাজ করেছেন যে প্রাইজমানি মাঠকর্মীদের দিয়ে দিয়েছেন। এটা তাদের প্রাপ্য। তবে আপনিও অসাধারণ বোলিং করেছেন। পাশাপাশি হার্দিক পান্ডিয়াও খুব ভালো বোলিং করেছেন। তিনিও উইকেট নিয়েছেন।'

ভারতের এই আগ্রাসী পারফরম্যান্স বিশ্বকাপের আগে বাকি দলগুলোর জন্য 'হুমকি' বলে মনে করেন শোয়েব, 'আমার মনে হয়, ভারত বেশ ভালোভাবে (শ্রীলঙ্কাকে) হারিয়ে এবং আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় থেকেই বিশ্বকাপে যাবে। বিশ্বকাপের আগে তাদের তিনটি ওয়ানডে আছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। সেটি জিততে পারলে ভারত ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে ইউনিট হিসেবে খুবই সুদৃঢ় একটি দল হবে। আমার মনে হয়, তারা এখন শুধু পাকিস্তানের জন্যই নয়, আরো অনেক দেশের জন্যই দুশ্চিন্তার কারণ। তারা যেভাবে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে, যেভাবে তাদের বোলিং ইউনিট পারফর্ম করেছে, তা দুর্দান্ত।'

রোহিত শর্মার নেতৃত্বের প্রশংসা করে শোয়েব বলেন, 'রোহিত শর্মার অধিনায়কত্ব বেশ ভালো হচ্ছে। এর আগে তাকে খুব বিভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। এখন তার অধিনায়কত্ব বোঝা যাচ্ছে। তাদের ম্যানেজমেন্টও খুব ভালো। অধিনায়ক ও ম্যানেজমেন্ট মিলে ভালো ভালো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কুলদীপকে আনা টার্নিং পয়েন্ট ছিল। ভারতের জন্য শ্রীলঙ্কাকে হারানো জরুরি ছিল। কিন্তু আমার জানা ছিল না, ওরা শ্রীলঙ্কাকে এভাবে মারবে যে ৫-১০ ওভারেই ম্যাচ শেষ! এখান থেকে ভারত সবচেয়ে বিপজ্জনক দল হিসেবেই বিশ্বকাপে খেলবে।'

ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায়

বলার কারণ জানালেন ডি কক

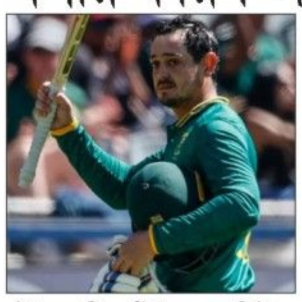

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটের অন্যতম বড় নাম কুইন্টন ডি কক। তবে আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করার দিনে বড় ধাক্কা খেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট। এবারের বিশ্বকাপের পর ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় বলতে যাচ্ছেন ডি কক। সেপ্টেম্বরের শুরুতে বিশ্বকাপের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা প্রাথমিক স্কোয়াড জানিয়ে দেওয়ার পরপরই ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন উইকেটকিপার ব্যাটার কুইন্টন ডি কক। তিনি জানান, ভারতের মাটিতে আসন্ন বিশ্বকাপই হতে চলেছে ওয়ানডে ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সিতে তার শেষ টুর্নামেন্ট।

এর আগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে হঠাৎ করেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন ডি কক। পরিবারের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাতে চান বলেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তবে তার ওয়ানডে খেলা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে এই মুহূর্তে সরগরম ক্রিকেটমহল। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার জন্য দেশের জার্সি তুলে রাখতে চলেছেন তিনি, এমন কথাও বলা হচ্ছে।

টাকার জন্য দেশের ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেননি ডি ককও। বাস্তববাদী প্রোটিয়া এই উইকেটকিপার ব্যাটার স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে সব ক্রিকেটারই চায় যত বেশি সম্ভব অর্থ উপর্জন করে নেওয়ার। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে প্রচুর টাকার হাতছানি রয়েছে এবং তিনি সেই লক্ষ্যেই ওয়ানডে খেলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তার মানে এই নয় যে, তিনি দেশের প্রতি অনুগত নন। জাতীয় দলের প্রতি আনুগত্য না থাকলে ৫ বছর আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়ে ঘরোয়া টি-২০ লিগ খেলে বেড়াতেন বলে দাবি তার।

ডি কক বলেন, 'আমি এখানে বসে অস্বীকার করব না, এটার (ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট) প্রভাব নেই। এটি আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। আমি বিগত ১০-১১ বছর দলের সঙ্গে ছিলাম এবং দলের প্রতি নিবেদিত ছিলাম। আমি মনে করি এই সময়টায় সত্যিই আমি ভালো করেছি। আমার ক্যারিয়ারে প্রোটিয়া ব্যাজটাকে খুব ভালোভাবে উপস্থাপন করেছি।'

কক আরও যোগ করেন, 'আমি অস্বীকার করব না টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে প্রচুর অর্থ রয়েছে। আপনার ক্যারিয়ারের শেষ সময়টায় যেকোনো ক্রিকেটারই সর্বোচ্চ উপার্জনের দিকে ঝুঁকবে। যেকোনো সাধারণ মানুষও এই দিকেই দৌড়াবে। আমি দলের প্রতি ভালোবাসা না থাকত তাহলে পাঁচ বছর আগেই এই ক্যারিয়ারটা বেছে নিতাম। আমার বয়স হচ্ছে, এটাই সময়।'

জার্মানির কোচ হতে যাচ্ছেন নাগেলসমান

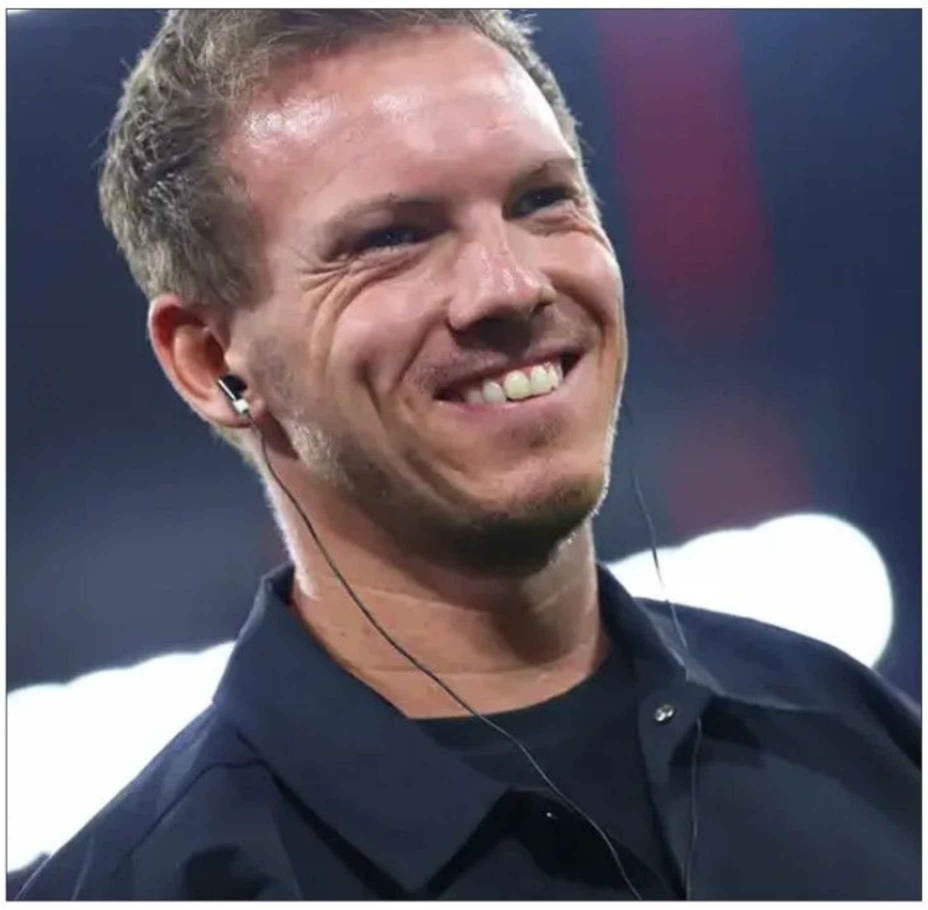

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হান্সি ফ্লিকের জায়গায় জার্মানির কোচের দায়িত্ব নিতে চলেছেন জুলিয়ান নাগেলসমান। জার্মান সংবাদমাধ্যম ডিডব্লিউ'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চুক্তি পাক্কা হলেই জার্মানির দায়িত্ব নেবেন তিনি। বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক এই কোচ প্রতি মাসে চার লাখ ইউরো বেতন পাবেন। চলতি বছরের মার্চ মাসে নাগেলসমানকে বহিষ্কার করেছিল বায়ার্ন মিউনিখ। জাপানের কাছে ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে ঘরের মাঠে হারে জার্মানি। এর পরই ১০ সেপ্টেম্বর হান্সি ফ্লিককে প্রধান কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেয় জার্মান ফুটবল ফেডারেশন।

ওয়ানডে বিশ্বকাপে

যে চার সেমিফাইনালিস্টের নাম জানালেন গিলক্রিস্ট

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ভারতে শুরু হতে চলেছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ইতোমধ্যে প্রতিটি দলই নিজেদের স্কোয়াড প্রায় ঘোষণা করে দিয়েছে।

ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিতব্য এই আসর নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। তিনি জানালেন বিশ্বকাপের চার সেমিফাইনালিস্টের নাম। প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া'র (পিটিআই) সঙ্গে আলাপকালে তার চিন্তাভাবনা দর্শকের সঙ্গে শেয়ার করেছেন গিলক্রিস্ট। অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ১৯৯৯, ২০০৩, ২০০৭ তিনটি বিশ্বকাপ জিতেছেন গিলক্রিস্ট। উপমহাদেশের মাটিতে বিশ্বকাপ, তাই উপমহাদেশের শীর্ষ দুটি দলকেই এগিয়ে রেখেছেন গিলি। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, ভারত ও পাকিস্তান সেমিফাইনালে খেলবে। বাকি দুটি দল হলো-অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে খেলে ভারত সফরে আসছে অস্ট্রেলিয়া। গিলি বলছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে অনেক শিক্ষা নিয়ে এবার ভারত সফরে আসছে অস্ট্রেলিয়া দল। বিশ্বকাপের আগে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচগুলো কিছুটা প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে অজি শিবির। মোটামুটি পূর্ণ শক্তির দলই নামাবে হয়ত অজি শিবির। আমার কাছে এই চারটে দলই হয়ত শেষ চারে খেলবে।'

পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে গিলক্রিস্ট বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় জাম্পা খুব একটা প্রভাব তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ। এখানকার পরিবেশ একদমই আলাদা। আর আমরা জানি জাম্পা কতটা বিশ্বমানের স্পিনার। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ও নিজের জাত চিনিয়েছে, এবার ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে নিজেকে প্রমাণ করার পালা।'

৫ অক্টোবর উদ্বোধনী ম্যাচ দিয়ে মাঠে গড়াবে বিশ্বকাপ এবং ১৯ নভেম্বর ফাইনালের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে।এই আসরে অংশ নেবে মোট ১০টি দল।

দারুন জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু

ম্যানচেস্টার সিটির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজের জোড়া গোলে দারুন জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শুরু করেছে ম্যানচেস্টার সিটি। নিজেদের প্রথম ম্যাচে সার্বিয়ান ক্লাব রেড স্টার বেলগ্রেডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে তারা। ম্যাচে আলভারেজ ২টি ও রদ্রি একটি গোল করেন। রেড স্টারের গোলটি করেন ওসমান বুকারি। মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) শক্তিশালী দল হিসেবেই বেলগ্রেডের মুখোমুখি হয় ম্যানসিটি। কিন্তু ৪৫ মিনিটে এক গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ে তারা। নিজেদের মাঠে গোলের খাতা খুলতে দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় সিটিজেনদের। ৪৭ মিনিটে দলকে গোল উপহার দেন আলভারেজ।

সময় যত গড়াচ্ছিল, ততই ড্র করার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে আসছিল ম্যানসিটির। বারবার চেষ্টা করেও জালের দেখা পাচ্ছিলেন না আরলিং হলান্ডরা। ৬০ মিনিটে সেই অচলায়তন ভাঙেন আলভারেজ। ফ্রি কিক থেকে দারুণ এক গোলে সিটিজেনদের ২-১ ব্যবধানে লিড এনে দেন তিনি। ৭৩ মিনিটে ইতিহাদের দর্শকদের আরও একবার উদ্বেলিত করেন রদ্রি। এ গোলে অ্যাসিস্ট করেন ইংলিশ ফুটবলার ফিল ফোডেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের একদিনের

সিরিজ গুরুত্বহীন : আকরাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের ঠিক আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলবে ভারত। স্বাভাবিকভাবেই সবাই ধরে নিয়েছিল যে এই সিরিজেই দল গুছিয়ে নিতে চাইবেন রোহিত শর্মা। সঠিক কম্বিনেশন গড়ে তোলাই লক্ষ্য হবে। কিন্তু আদতে সেটা নয়। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ বিশ্বকাপের মহড়া হলে প্রথম দুই ম্যাচে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পাণ্ডিয়াদের কেন বিশ্রাম দেওয়া হলো? দুইটি দল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম দু'টিতে নেতৃত্ব দেবেন কেএল রাহুল, শেষ একদিনের ম্যাচ রোহিত শর্মা। মোহালি, ইন্দোর এবং রাজকোটে হবে ম্যাচগুলো। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এই কাণ্ডজ্ঞানহীন সূচি দেখে অবাক সাবেক পাকিস্তানি কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরাম। সরাসরি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজকে গুরুত্বহীন বললেন তিনি ওয়াসিম বলেন, তিনটি ম্যাচ খেলতে দলকে তিন জায়গায় যেতে হবে। অনেকটা সময় চলে যাবে। বিশ্বকাপের আগে এত বেশি যাত্রা করলে ক্লান্তি চলে আসতে পারে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে কেন তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলার কথা ভাবা হলো জানি না। তিনি আরও বলেন, সবদিক বিবেচনা করলে এই সিরিজের কোনও প্রয়োজন ছিল না। মেগা ইভেন্টের আগে কোনও দলই ক্লান্ত হয়ে পড়তে চাইবে না। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ বলে কিন্তু ভারতই ফেভারিট। যদি আরও কাউকে দেখে নেওয়া লক্ষ্য হয়, তাহলে ঠিক আছে।

চোটের জন্য বিশ্বকাপের দল থেকে শেষমুহূর্তে ছিটকে যেতে পারেন অক্ষর প্যাটেল। তাই বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি রাখা হচ্ছে। তার বদলি হিসেবে দলে আসতে পারেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন বা ওয়াশিংটন সুন্দর। তাদের পরখ করে নেওয়ার জন্যই তিন ম্যাচের সিরিজে রাখা হয়েছে। তবে আকরাম মনে করেন, সদ্য চোট সারিয়ে দলে ফেরা যশপ্রীত বুমরাকে তিনটি ম্যাচেই খেলানো উচিত ছিল। একইসঙ্গে বিশ্বকাপের দুইটি ওয়ার্ম আপ ম্যাচেও তাকে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

'ব্যর্থ' নেইমার!

আল-হিলাল শিবিরে হতাশা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টায় মাঠে নামে আল-হিলাল ও নাভবাহোর। ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। পুরো ম্যাচের আলো নেইমার জুনিয়রের দিকে থাকলেও দর্শকদের গোল উৎসবে ভাসাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল-হিলালের জার্সিতে অভিষেক হয় নেইমারের। সেদিন তিনি গোলের দেখা না পেলেও দলের জয়ে ভালোই অবদান রেখেছিলেন। তবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে নেইমার ঝলক ছিল অনুপস্থিত। গ্রুপ 'ডি' থেকে প্রথম ম্যাচটি খেলতে নেমেছিল আল-হিলাল। অভিষেক ম্যাচে শুরুর একাদশে ব্রাজিলের তারকা না থাকলেও এই ম্যাচে তিনি ছিলেন শুরুর একাদশে। তাতে প্রথম থেকেই উজবেকিস্তানের ক্লাবটির বিপক্ষে আক্রমণ চালায় আল-হিলাল।

প্রথমার্ধের বিরতি থেকে ফিরে চেহারা পাল্টে যায় নাভবাহোরের। ৫২ মিনিটে সফলও হয় দলটি। নাভবাহোরের স্ট্রাইকার তোমা তাবাতাদজে ডান পায়ের শট দিয়ে কাঁপিয়ে দেন নেইমারদের জাল। গোলটিতে সহায়তা করেন ফরোয়ার্ড আবরর ইসমাইলভ।১

-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে আল-হিলাল।

গোলের দেখা না পেয়ে মেজাজ হারাচ্ছিলেন নেইমার। ৬০ মিনিটে ফাউল করে বসেন তিনি। তাতে দেখতে হয় হলুদ কার্ড। এরপরেও দর্শকেরা মুখিয়ে ছিলেন নেইমারের অভিষেক গোল দেখতে। কিন্তু সেটি আর হয়নি। তবে ৯০ মিনিটের পরে অতিরিক্ত সময়ে রক্ষা পায় হিলাল। দলটির স্ট্রাইকার মাইকেল ডেলগাডোর ক্রস থেকে হেড করে সমতায় ফেরার গোল করেন ডিফেন্ডার আলী আল-বুলাইহি। তাতে মান বাঁচে আল-হিলালের এবং বড় তারকা নেইমারেরও। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হওয়ায় ১-১ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে দুদল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR